بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৮ অক্টোবর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো পশ্চিম কানাডা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ছাত্র সদস্যবৃন্দ

সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমস্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২৩ অক্টোবর ২০২১, পশ্চিম কানাডার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) ছাত্র সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ১১৫ জন ছাত্র কানাডার ক্যালগেরিতে অবস্থিত বায়তুন নূর মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, এমন কিছু পাপ, যেমন, ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ফরয নামায পরিত্যাগ করা কি গুরুতর পাপ এবং অপরাধ, যেমন, হত্যা বা চুরির সাথে তুলনীয়।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কাউকে হত্যা করা বা চুরি করা একটি পাপ এবং এতে অন্যের অধিকার হরণ করা হয় বা অন্য মানুষের বিরুদ্ধে নৃশংসতা পরিচালিত হয়। যথাযথ কারণ ছাড়াই নামায ছেড়ে দেওয়া, বা রোযা না রাখা, এগুলো একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদিষ্ট ফরয (অবশ্য-পালনীয়) পালন না করার উদাহরণ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, 'আমি তোমাদের কোন কোন পাপ ক্ষমা করতে পারি, যেগুলো আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত বা আমার প্রতি করা হয়, যেগুলো অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে না; কিন্তু, আমি সেই সকল পাপ ক্ষমা করবো না যেগুলো তোমরা অপরাপর মানুষের বিরুদ্ধে করছো। যদি তোমরা মানুষের অধিকার হরণ করো তবে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো না।' সুতরাং, হত্যা করা বা সম্পদ চুরি করা ইবাদত না করার চেয়েও বড় পাপ।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তবে, নামাযও মানুষের জন্য নির্ধারিত এক ফরয আদেশ। এ কারণেই আমরা সব সময় বলে থাকি যে, আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অধিকার এবং মানুষের অধিকার, উভয়ই আদায় করতে হবে। ... কখনো যদি এমন হয় যে, তুমি নামায পড়ছো, আর লক্ষ করলে যে, কোন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির ওপর কোন অত্যাচার করছে এবং সেই (অত্যাচারিত) ব্যক্তি সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, তখন তোমার উচিত, নামায ছেড়ে দিয়ে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়া। সেটাকেই তখন অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর এক হাদীসেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং, একে অপরের অধিকার রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র অধিকার রক্ষা করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি নামায পড়ো বা রোযা রাখো, তবে তুমি কেবল ফরযগুলোর একটি আদায় করছো না; বরং, প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজের সংশোধন সাধন করছো। এগুলোর মাধ্যমে তুমি তোমার আধ্যাত্মিকতার স্তরের, তোমার তাক্‌ওয়ার, তোমার ধার্মিকতার মানের উন্নয়ন সাধন করছো।"

আরেকজন খাদেম হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, ধর্মকে যেখানে একটি 'সংবেদনশীল বিষয়' বলে গণ্য করা হয়, এমন এক পরিমণ্ডলে নিজের সতীর্থ ছাত্রদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি কী হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে থাকে এবং তোমার বন্ধুরা ও তোমার সতীর্থ ছাত্ররা এ সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী না হয় অথবা তারা না চায় যে, তুমি এ বিষয়ে কথা বলো, তাহলে তুমি কেবল তাদের জন্য দোয়া করতে পারো যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে দেন। সুতরাং, সহানুভূতি এবং মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা থেকে, তোমার তাদের জন্য দোয়া করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমার দোয়াসমূহ কবুল করবেন। ... যদি তোমার নিজ আচার-আচরণ, তোমার নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের সপক্ষে হয়ে থাকে, আর তারা তোমার মাঝে ভিন্ন কিছু লক্ষ করে যা তাদের মাঝে নেই, তাহলে তারা এর দিকে আকৃষ্ট হবে। সুতরাং, তোমার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, তোমার ব্যক্তিগত উপস্থাপনাও এখানে খুবই কার্যকরী এবং ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য এবং মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিয়ে আসার জন্য মূল বিষয় হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, প্রথম বিষয় হল যে, তুমি দোয়া করো, আর দ্বিতীয়ত, তোমার এবং অন্যান্যদের মাঝে এক স্পষ্ট পার্থক্য যেন বজায় থাকে।"

আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি লক্ষ করবে যে, মানুষ খুবই কৌতুহলী। এটাই মানব-প্রকৃতি, তারা কৌতুহলী হয়ে থাকে। সুতরাং, যখন তারা দেখবে যে, এই ছেলেটি তাদের থেকে পৃথক, তারা জানার চেষ্টা করবে যে, বিষয়টা কী। এছাড়াও, যখন তুমি তাদের সঙ্গে বসে থাকবে, কথায় কথায়, ছোট মন্তব্য আকারে তুমি তোমার ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কথা বলতে পারো, এপ্রসঙ্গে কোন ছোট গল্প বা ঘটনা বর্ণনা করতে পারো। ... এটিও একটি পদ্ধতি। তখন তারা অনুধাবন করবেন যে, হ্যাঁ, এই ছেলেটি আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস রাখে, ধর্মে বিশ্বাস রাখে, আর আমাদেরকে আর কিছু ঘটনা বা ভাল কিছু শোনাচ্ছে। তখন (এই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে যে,) তারা তোমার কথা শুনবে। আজকাল প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর না হয়ে, পরোক্ষভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। একবার যখন তারা তোমার কাছের মানুষ হয়ে যাবে, তখন সরাসরি ধর্মের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এর জন্য আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

অংশগ্রহণকারীদের আরেকজন হুযূর আকদাসের নিকট সেই সকল ব্যক্তির বিষয়ে দিকনির্দেশনা কামনা করেন যারা আহমদী মুসলমান হয়েও ভ্যাকসিন গ্রহণ করছেন না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সরকার যা-ই করছে, তা আমাদের কল্যাণের জন্য করছে আর টীকা গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদেরকে এর স্বীকারোক্তি প্রদান করা উচিত। ... আমার পরামর্শ এই যে, তাদের টিকা গ্রহণ করা উচিত। যতদূর পর্যন্ত মাস্কের সম্পর্ক, তাদের মাস্ক পরিধান করা উচিত এবং তা দিয়ে তাদের মুখ এবং নাক ঢাকা উচিত।"

ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে জানতে চান যেখানে তিনি বলেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনকালে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, যার মাঝে এছাড়া রয়েছে যে, সেই সময়ের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ পশ্চিম দিক থেকে সূচিত হবে। ছাত্রটি জানতে চান এই ভবিষ্যদ্বাণী কখন পরিপূর্ণ হবে বলে প্রত্যাশা করা যায় এবং এ বিষয়ে আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব কী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের পক্ষে নির্দিষ্ট কোন দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এটি একটি ভবিষৎবাণী এবং এটি পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্, যখন সময় আসবে। কিন্তু, আমাদের কর্তব্য এই যে, আমাদের দোয়া, আমাদের আচার-আচরণ এবং কর্ম, আর আমাদের জ্ঞান দ্বারা আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যেন এই লক্ষ্য যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ হয়, এমনকি যেন আমাদের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হয়। সুতরাং, যদি তুমি আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত থাকো, নিষ্ঠার সাথে নিজের পাঁচবার নামাজ পড়তে থাকো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাকো, যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সুযোগ দান করেন এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দর্শন করার। সুতরাং, যদি তোমার প্রতিটি আচার-আচরণ এবং কর্ম ইসলাম এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী হয়ে থাকে, আর যদি আহমদী মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এর ওপর অনুশীলন করতে থাকেন, তাহলে তুমি এমন কি আমাদের জীবদ্দশাতেই এই ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতা দেখতে পাবে। কিন্তু, যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী কোন সময়ে, আল্লাহ্ তা'লা যখন ভালো মনে করবেন তখন এটি পরিপূর্ণ করবেন। আমাদের উচিত নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।"